আনন্দবাজার পত্রিকা ২১/০৭/২০২০

ীর উপর ভেঙে পড়া রেল সেতু। মঙ্গলবার। *নিজস্ব চিত্র*

শিয়রে বড় পরীক্ষা

▶ পৃঃ ১-এর পর

এসসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দ্বিবেদী জানালেন, জুম অ্যাপে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়ারা সে সুযোগে বঞ্চিত। পশ্চিম মেদিনীপুরে গোয়ালতোড়ের ডুমুরডিহা গ্রামের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সমীরণ লোহার জানাল, নেটওয়ার্কের খোঁজে ঘর ছেড়ে ফোন আর খাতাবই নিয়ে মাঠে পড়তে যায়। শালবনির জয়পুর এলাকার দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর বাবা শ্যামল মাহাতো বলেন, "মেয়ে অনলাইনে পড়বে বলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বড় ফোন কিনে দিয়েছি। নেট রিচার্জ করিয়েও মেয়ে বলছে টাওয়ার নেই।" অগত্যা মিড ডে মিলের চাল-আলুর সঙ্গে অভিভাবকদের হাতে পড়ুয়াদের হোম টাস্ক দিচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বহু বাড়িতে পড়াশোনার চল না থাকায় দেখিয়ে দেওয়ার কেউ থাকছে না। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল কিংবা উত্তরে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, বালুরঘাটের সীমান্তবর্তী এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের শ্যাডো জোনে দূরভাষই বা কী ভাবে মুশকিল আসান হবে— প্রশ্ন থাকছেই।

আগামী বছর মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস কমানোর ঘোষণাও এখনও পর্যন্ত নেই, যেমনটা সিবিএসই দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে করেছে। ফলে, অনলাইন ক্লাসে নিয়মরক্ষার সিলেবাস শেষ হলেও পড়া বোঝার বাইরে থাকবে অনেকেই। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিমাদ্রি চৌধুরী মানছেন, "সিলেবাস হয়তো যোগ দিতে পারছে না। এবিটিএ-র পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সম্পাদক অমিতদ্যুতি ঘোষের আবার বক্তব্য, "অনলাইন ক্লাস নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতাও কম। ফলে কবে, কী ভাবে সিলেবাস শেষ হবে, পুরোটাই অনিশ্চিত।" প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে হাতেকলমে বোঝানোর বিষয় অনলাইনে বোঝাতে আর বুঝতেও বেগ পেতে হচ্ছে। কৃষ্ণনগরের এক গৃহশিক্ষক দেবীপ্রসাদ সরকারের কথায়, "বিজ্ঞান কি অনলাইনে সবটা বোঝানো যায়? বিশেষ করে অনেক ছবি আঁকার থাকে। ডায়াগ্রাম থাকে।"

সঙ্কট নিরসনের পথ খুঁজছেন সকলেই। বার্নপুরের শান্তিনগর বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে যেমন বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় শিবির করে গাছতলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। বহু জায়গায় শিক্ষকেরা বাড়ি গিয়ে পড়া বুঝিয়ে আসছেন। গৃহশিক্ষকেরাও ই-ক্লাস নিচ্ছেন। কিন্তু সে সবই সীমিত উদ্যোগ। বহু ক্ষেত্রে বাধাও আসছে। বাঁকুড়ার ইঁদপুরের জোড়দা নিউ মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চঞ্চল নাথ বললেন, "আমরা গ্রামে গিয়ে পড়ুয়াদের পড়ানোর কথা ভেবেছিলাম। তবে অভিভাবক ও গ্রামবাসীর একাংশ করোনা সংক্রমণের আশঙ্কায় আমাদের যেতে নিষেধ করছেন।"

এই অবস্থায় চলতি শিক্ষাবর্ষে নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করা কার্যত অসম্ভব বলেই জানাচ্ছেন অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা। সিঙ্গুরের পলতাগড় রাধারানি শিক্ষামন্দিরের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস শেষ করতে অন্তত ৩ মাস অতিরিক্ত সময় দরকার।" দক্ষিণ

'কী ভাবে টাকা বার করতে হয়, ভাল করে জানি'

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিমা সংস্থার সুবিধা কেন পাওয়া যাবে না? বেসরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে বার বার জানতে চাইছেন কোভিড আক্রান্তের পরিজন। আর ওই আধিকারিক কখনও নিরাপত্তা রক্ষীকে ডেকে রোগীর পরিজনকে আটকে রাখার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তো কখনও ভিডিয়ো ফুটেজে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "কী ভাবে টাকা বার করতে হয়, খুব ভাল করে জানি!"

গত ১৭ জুলাই ই এম বাইপাস সংলগ্ন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড-আক্রান্ত রোগীকে ভর্তি করেছিল তাঁর পরিবার। বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, দিন পাঁচেক চিকিৎসাধীন থাকার পরে ৫০৪৪ নম্বর শয্যায় চিকিৎসাধীন রোগীর বিল হয়েছিল এক লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। একটি বেসরকারি সংস্থায় ওই রোগীর বিমা করানো ছিল। কিন্তু ওই সংস্থা করোনা পজ়িটিভ রোগীর বিল মেটানোর আবেদন নাকচ করে দেয় বলে অভিযোগ। এর পরেই সমস্যার সূত্রপাত।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো ফুটেজে রোগীর পরিজনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "স্যর, আমার বাবাকে ভর্তি করার সময় বলা হয়েছিল মেডিক্লেম পাবেন...।" তখন ওই আধিকারিক বলেন, "আপনি মেডিক্লেম কেন পাচ্ছে না তা সংস্থার সঙ্গে কথা বলুন। এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। আপনি মেডিক্লেমের ভরসায় রোগীকে ভর্তি করেছিলেন কেন? এত বড় হাসপাতালে ভর্তি করেছেন, আপনার জানা উচিত মেডিক্লেম না-ও পেতে পারেন।"

আইসিইউয়ে ভর্তি করানোর কথা বিলে লেখা নেই কেন, এই প্রশ্নের উত্তরেও ফুটেজে ওই আধিকারিককে বলতে শোনা যাচ্ছে, "রোগী যেখানে খুশি থাকুক। জাহান্নমে থাকুক! স্যুটে শুয়ে থাকুক। জেনারেল বেডের রোগী হিসাবেই তো বিল করা হয়েছে।"

ঘটনাস্থলে উপস্থিত রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে এক মহিলাও ছিলেন। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, এক সময় অধস্তন কর্মীদের ওই আধিকারিক নির্দেশ দিচ্ছেন, বিল না মেটানো পর্যন্ত নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে রোগীর পরিবারকে যেন আটকে রাখা হয়। তখন ওই মহিলা বলেন, "বিল মেটাতে টাকা তো জোগাড় করতে হবে? আমাদের ছাড়ুন।" ছাপার অযোগ্য ভাষায় মহিলাকে ওই আধিকারিক ভর্ৎসনা করেন বলে অভিযোগ। এর পরে তিনি চলে গেলে হাসপাতালের আর এক কর্মী স্বাস্থ্যবিমা সংক্রান্ত জটিলতা বুঝিয়ে বলেন। তাতে কাজও হয়েছে বলে খবর।

ওই হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাপস মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ঘণ্টাখানেক রোগীর আত্মীয়েরা সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে উত্ত্যক্ত করেন। এর পরে তিনি মেজাজ হারালে পরিকল্পনা করে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করা হয়েছে। তাঁর কথায়, "কর্মীদের বলেছি, রোগীর পরিবারকে যাতে ভাল করে বোঝানো হয়। কর্মীরা যাতে কেউ দুর্ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।" স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিমা সংস্থা বিল না মেটালে হাসপাতালের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু শব্দচয়ন এবং ব্যবহার আপত্তিজনক। আর এক কর্মী যে ভাবে রোগীর আত্মীয়দের বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন, সেটাই কাম্য। কমিশন বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবে। প্রয়োজনে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।"

বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, বিমা সংস্থাগুলির একাংশ কোভিড আক্রান্তের অসুস্থতা মৃদু বা মাঝারি মাপের হলে বিমার টাকা দেওয়ার প্রশ্নে সমস্যা করছে। সম্প্রতি কয়েকটি বিমা সংস্থা কোভিড সংক্রান্ত বিশেষ প্যাকেজ চালু করেছে। সেই প্যাকেজ নেওয়ার জন্য রোগীকে ঘুরিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে কি না, উঠছে সেই প্রশ্নও।

জওয়ানের মৃত্যুর তদন্তে

C/2705
7/8/2020.

109/SMC/2020.

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 1760/25/5/2020

Date: 31. 07. 2020

Enclosed is the news clippings appeared in the 'Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 29. 07.2020, the news item is captioned ' কী ভাবে টাকা বার করতে হয়, ভাল করে জানি।

Considering that the matter is of considerable public importance seriously affecting right to life gurantee under the Constitution and further the family members of the patient were reportedly detained and abused, the Chairman, West Bental Clinical Establishment Regulatory Commission, 32, B.B.D. Bagh(South) Standard Insurance Bldg., Kolkata-700001 is requested to look into the matter and to take steps according to law. A report to the Commission shall be highly appreciated.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: News Item Dt. 29.07.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

SDB